টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিণ্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত
(দাদাঠাকুর)

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক
জল গম্বুজের নিকট
পোঃ বহরমপুর : মুর্শিদাবাদ
জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা।
★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।
★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।
★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।
★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।
জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৫৫শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১৪ই ফাল্গুন বুধবার, ১৩৭৫ ইং 26th Feb. 1969 | ৪০শ সংখ্যা

সকল ঘরের তরে...
দীপ্তি লণ্ঠন
ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

রান্নায় আনন্দ
এই কেরোসিন কুকারটির অভিনব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।
রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই। অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।
জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।
• ধূলো, ধোঁয়া বা কয়লাহীন।
• স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
• যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা
কেরোসিন কুকার
দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ

এই তো খেলার দিন—
ক্রিকেট, ভলিবল, ব্যাডমিণ্টন।
উল ও প্রসাধন সামগ্রী ইত্যাদি পাওয়া যায়।
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
কর্ম্মাধ্যক্ষ—খেলা ঘর
রঘুনাথগঞ্জ চাউলপটী, মুর্শিদাবাদ

স্কুল, কলেজ ও পাঠাগারের
মনের মত ভাল বই
সবচেয়ে সুবিধায় কিনুন।
STUDENTS' FAVOURITE
Phone—R.G.G. 44.

শর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৪ই ফাল্গুন বুধবার সন ১৩৭৫ সাল।

"কপালং কপালং কপালং হি মূলং।"

—০—

আমাদের হা অন্নের দেশে হা অন্নের যুগে যদি পাঠকগণ একটু আনন্দ পান, তাই ভেবে গল্পটী মুদ্রিত করিলাম। গল্পে দেবতার কপাল—ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের কপাল আর একজন ধনবান কুসীদজীবীর অদৃষ্ট পরিদৃষ্ট হইবে।

অতি প্রাচীনকালে প্রসাদপুর গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে একটি প্রকাণ্ড বট বৃক্ষ ছিল। তার পাশে একটি ভগ্ন মন্দির মধ্যে খুব বড় বড় তিনটি দেবমূর্ত্তি ছিল। সবগুলিই শিলামূর্ত্তি। লোকে আন্দাজে বলিত—এক একটি মূর্ত্তি ১৪।১৫ মণের কম হইবে না।

মন্দিরের চূড়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মন্দির শীর্ষে অনেক অশ্বত্থ ও বটগাছ জন্মিয়া মন্দিরের স্থাপত্য নয়ন গোচর হইতে দেয় না। মন্দিরের ভিতরে যে শিলামূর্ত্তি তিনটি আছে, তাহার একটি শিবমূর্ত্তি, একটি দুর্গা ও অন্যটি গণেশের মূর্ত্তি। গ্রামে অনেক কুসীদ ব্যবসায়ী ধনবান বণিকের বাস। ব্রাহ্মণ কয়েক ঘর না থাকা নয়। তার মধ্যে এক ভিক্ষাজীবী দ্বিজদম্পতি সকলের অবহেলার পাত্র হইয়া দেবমন্দিরের ত্রিমূর্ত্তি দেবতার মতই অভুক্ত অবস্থায় দিনপাত করেন। সারাদিন ভিক্ষা করিয়া ব্রাহ্মণ যা সংগ্রহ করেন, তাই থেকে সামান্য চাউল দোকানে দিয়া তৎপরিবর্ত্তে সামান্য আতপ তণ্ডুল, একটু গুড় লইয়া, কয়েকটি ফুল বিল্বপত্র সংগ্রহ করিয়া স্নানান্তে মন্দিরে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বজন অবহেলিত দেবমূর্ত্তিগুলির উদ্দেশে মন্ত্রপূত করিয়া গুড়সহ তণ্ডুল ও ফুল বিল্বপত্রের অঞ্জলি দিয়া গৃহে গিয়া ব্রাহ্মণীর রন্ধন শেষ হইলে তাই উদরে দিয়া স্বামী স্ত্রীতে ক্ষুন্নিবৃত্তি করেন।

একদিন ব্রাহ্মণ তাঁহার প্রদত্ত উপকরণ দেবতাদের অর্পণ করিয়া মন্দির হইতে বাহির হইয়া গেলেন। এমন সময়ে গ্রামের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বণিক গ্রামান্তরে সুদের টাকা আদায় করিয়া মন্দিরের পার্শ্ববর্ত্তী রাস্তা দিয়া গ্রামে প্রবেশ করিবার সময় শুনিলেন—দুর্গা মহাদেবকে বলিতেছেন—দেখ প্রভু এই গ্রামে বহু কোটিপতি লক্ষপতি আছে, কেউ আমাদের কোন তল্লাস করে না। এই গরীব ভিক্ষাজীবী ব্রাহ্মণ তৃতীয় প্রহরে আসিয়া প্রত্যহ যথাসাধ্য দিয়া যায়। তুমি ভোলানাথ, সব সময় ভুলে থাকলে চলে কি? এর দিকে একটু দেখ। মহাদেব দুর্গার কথায় লজ্জিত হইয়া গণেশকে আদেশ করিলেন—বৎস গণপতি এই মাসের মধ্যে ব্রাহ্মণকে যেমন করেই হউক এক লক্ষ টাকা দেওয়াই চায়। গণেশ পিতাকে বলিলেন আমি আপনার আদেশ পালন করিব বাবা এক মাস সময় যথেষ্ট এর মধ্যেই লক্ষ টাকা যাহাতে ব্রাহ্মণ পান তার উপায় করিব। বণিক দেবতাদের কথা শুনিয়া বুঝিলেন ব্রাহ্মণ এই মাসের মধ্যে লক্ষ টাকা যে পাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। দেব বাক্য মিথ্যা হইবার নয়। দেবতাদের কথা শুনিয়া তার ব্যবসা বুদ্ধি জাগিয়া উঠিল—মনে মনে কল্পনা করিল—ব্রাহ্মণ নিঃস্ব হইলেও ধার্ম্মিক। আমি আজ রাত্রেই অন্য কেহ ব্যাপারটি জানিবার আগেই ঠাকুরের এই মাসের আয় পঞ্চাশ হাজার টাকায় কিনিয়া লইব। ওর বাড়ীতে আজই রাত্রিতে পঞ্চাশ হাজার টাকা পৌছাইয়া দিয়া বলিব—ঠাকুর মশাই, এক মাস পর এই টাকা আপনার আর আপনি এ মাসে যা পাবেন তা আমার।

ব্রাহ্মণ—তুমি কি পাগল হয়েছ সারাদিন মুষ্টি ভিক্ষা নিয়ে এক সের না হয় দেড় সের চাল নিয়ে ফিরি। বণিক জুলুম করিয়া বলিল—বেশ তো চাল যা পাবেন তা আপনি নিবেন। আর যা পাবেন তা আমাকে দিতে হবে। ব্রাহ্মণ অগত্যা রাজি হলেন। বণিক রোজই তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ফিরতে লাগলো। আজ ত্রিশ দিনের দিন নিশ্চয় ঠাকুর লক্ষ টাকা পাইবেনই। বণিকের নির্দেশমত ধনাঢ্য ব্যক্তিদের বাড়ী গিয়া দারোয়ানের তাড়না পাইয়া রিক্ত হস্তে ফিরিতে লাগিল। ঘরে যে চাল ছিল ব্রাহ্মণী তাই দিয়া চালাইলেন। বণিক তখন ভগ্ন হৃদয়ে ভগ্ন মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া যে গণেশ তাঁর বাবার কাছে আজকের মধ্যে ব্রাহ্মণকে লক্ষ টাকা দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তাঁরই বক্ষস্থলে পদাঘাত করিল। গণেশের শুণ্ড ও হাতের মধ্যে পা প্রবেশ করায় এক পা উপরে ও এক পা নীচে দিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। দুর্গা শিবকে বলিলেন—গণেশের একি কাণ্ড দেখতো লোকটা যে মরে যাবে। মহাদেব তখন ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন—ওকি করছ বাবা? গণেশ উত্তর দিলেন বাবা আজ যে এক মাস শেষ হয় বাবা! ব্রাহ্মণকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়েছি আর পঞ্চাশ হাজারের জন্য আসামী গ্রেপ্তার করে রেখেছি। যদি পঞ্চাশ হাজার টাকা দেয় তবে পা ছুটবে নইলে ডাক্তার ডেকে কেটে বাহির করতে হবে। বণিক তখন নিরুপায় হয়ে চিৎকার করায় তার বাড়ী হ'তে পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্রাহ্মণের বাড়ীতে পৌছিয়ে দেওয়ায় পা ছুটলো। মহাদেব বণিককে বল্লেন—বাবা, রাগ করো না। আমাদের কি টাকা আছে যে দিব? এর ওর তার কাছে নিয়ে দিই। তোমার লক্ষ টাকা কিছুই নয়। বণিক গণেশকে লাথি মারার জন্য প্রণাম ক'রে নিজের ব্যবসা বুদ্ধিকে ধিক্কার দিতে দিতে বাড়ী ফিরলো।

লটারিতে দুই লক্ষ টাকা

—•—

সম্প্রতি মালদহ জেলার ইংলিসবাজার মকদুমপুর নিবাসী শ্রীযদুনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী অনীতা ভট্টাচার্য্য পশ্চিমবঙ্গ ষ্টেট লটারিতে প্রথম পুরস্কার দুই লক্ষ টাকা পেয়েছেন। আমাদের গল্পে এক কুসীদজীবী দুরাশার জন্য লক্ষ টাকা লোকসান দিয়ে বেকুব বনেছিল। লটারিতে কত লোকে টিকিট কিনে কিছুই পায় না। শ্রীমতী অনীতার আশা পূর্ণ হ'য়েছে। ইহাও কপালের কথা।

———

কন্যাদায়

বাংলা দেশে বরপণ গ্রহণ ব্যাপার একটা জঘন্য নৃশংস অত্যাচারের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। যে দেশের মধ্যবিত্ত শিক্ষিত লোকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া ও কলম পিষিয়া পেটের ভাত পরণের কাপড় স্বচ্ছন্দে যোগাড় করিতে পারে না সে দেশে কন্যাকে যেন তেন প্রকারে দু'তিন হাজার টাকা অন্ততঃ দিয়া বরের হাতে সমর্পণ করা যে কি ভীষণ ব্যাপার তাহা যে ভুক্তভোগী সেই জানে। মরণের চেয়েও তাই কন্যাদায় আজ দেশে ভীষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অভাবের জ্বালায় সুস্থচিত্তে কেহই এখন পুত্রকন্যা কামনা করে না। কন্যাতো নহেই। কিন্তু অন্তরের একান্ত অনিচ্ছায়ও বিধাতার বিধান নড়ে না। কন্যা হইলে সে পিতামাতার একটা মস্ত ভার হয়। বাংলা দেশে কত পিতা কন্যাদায়ে প্রাণ দিয়াছেন, কত সংসার শ্মশান হইয়াছে—কত কন্যা আগুনে পুড়িয়া মরিয়াছে—কিন্তু এই পাপ প্রথা বন্ধ হয় নাই। নিজ নিজ স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়া দেশের লোকেই সমাজের উপর, ব্যক্তির উপর এই পাষাণ চাপ চাপাইয়া রাখিয়াছে। জাতির জীবন নারী,—জীবনের মূল উৎসকে অবমাননা করিয়া জাতি ক্রমেই নির্বীর্য্য আশাহীন হইয়া পড়িতেছে। মেয়ের বিবাহ দিতেই হইবে—যেমন করিয়াই হোক ভিটা মাটি বিক্রয় করিয়াও তাহাকে পাত্রস্থ করিতেই হইবে—এই ধারণা সমাজ হইতে দূর করিতে হইবে। নারীকে নিজের চলিবার ক্ষমতা, আত্ম-রক্ষার ক্ষমতা, সাহস, বুদ্ধি, সবই এখন শিখিতে হইবে। কারণ দেশের যে রকম দিন কাল ক্রমশঃ পড়িতেছে তাহাতে দেখা যায়—পুরুষ কোন দিক দিয়াই নারীর মর্য্যাদা রাখিতে পারিতেছে না। বাংলার তরুণ যুবক সম্প্রদায়েরও কর্ত্তব্য তাহারা কিছুতেই ভবিষ্যৎ জীবন-সঙ্গিনীর উপর ও তাহার পিতামাতার উপর এই করভার ন্যস্ত না করিয়া সম্মানের সঙ্গে হাসিমুখে জীবন-সঙ্গিনীকে গ্রহণ করিতে বদ্ধপরিকর হওয়া। নারী শিক্ষায় আত্ম-নির্ভরক্ষম যদি হইতে পারেন তবে সংসার এখনকার চেয়ে অনেক মধুর হইবে, সংসারের অভাব জ্বালাও কমিবে। ভবিষ্যদ্বংশীয়েরাও বুঝি মনুষ্যত্ব কিছু বেশী পাইবে। আপাত দৃষ্টিতে এমন হইলে একটু সামাজিক বিক্ষোভ বিবেচিত হইতে পারে কিন্তু ফল শুভকর হইবে।

বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী বুধবার মির্জাপুর দ্বিজপদ উচ্চতর মাধ্যমিক বহুমুখী বিদ্যালয়ের বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা জঙ্গিপুরের মহকুমা-শাসক শ্রীঅসিতরঞ্জন দাশগুপ্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। মহকুমা-শাসক মহোদয়ের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী মিনতি দাশগুপ্ত পুরস্কার বিতরণ করেন। খেলার মাঠে বহু জনসমাগম হইয়াছিল।

গত ২২শে ফেব্রুয়ারী শনিবার ছাবঘাটী কে, ডি, বিদ্যালয়ের খেলার মাঠে সুতী ২নং উন্নয়ন সংস্থার প্রাথমিক শিক্ষকগণের উদ্যোগে বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। জঙ্গিপুর চক্রের উপ-সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক এস, কে, ঘোষ মহাশয় সভা উদ্বোধন করেন, মুর্শিদাবাদ জেলার স্কুল পরিদর্শক শ্রী বি, আর, ব্যানার্জ্জি মহাশয় সভাপতিত্ব করেন এবং জঙ্গিপুরের মহকুমা-শাসক শ্রী এ, আর, দাশগুপ্ত মহাশয় পুরস্কার বিতরণ করেন। ময়দানে বহু লোক সমবেত হইয়াছিলেন।

অগ্নিফৌজ এ্যাথলেটিক ক্লাব বাৎসরিক দৌড়ঝাঁপ প্রতিযোগিতা

গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী রবিবার রঘুনাথগঞ্জ অগ্নিফৌজ এ্যাথলেটিক ক্লাবের বাৎসরিক দৌড়ঝাঁপ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বহরমপুর ভ্রাতৃ-সঙ্ঘ ক্লাব দলগত চ্যাম্পিয়ান হইয়া শীল্ড লাভ করিয়াছেন। অগ্নিফৌজ এ্যাথলেটিক ক্লাবের সভ্য শ্রীপার্থসারথি ব্রহ্ম ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নের সম্মান লাভ করিয়াছেন। প্রত্যেক বিজয়ী প্রতিযোগীকে যোগ্যতানুসারে একটী করিয়া মেডেল দেওয়া হইয়াছে। মাঠে বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল।

মশকের উৎপাত

শীত কমে যাওয়ায় এখানে মশার খুব উৎপাত আরম্ভ হ'য়েছে। রাত্রে মশারি ভিন্ন শোয়া চলে না। মশার কামড়ে ম্যালেরিয়া ও ফাইলেরিয়া রোগ হবার সম্ভাবনা আছে। এক ভিক্ষুক গাইত -

আমাকে পালাতে হবে দেশ ছেড়ে
মশার কামড়ে।
মশা উড়ে উড়ে ঘুরে ঘুরে
কানের কাছে পোঁ করে।

শিক্ষক আবশ্যক

বন্যেশ্বর বিষ্ণুচন্দ্র উচ্চ বুনিয়াদী বিভাগের জন্য একজন এম, এ অথবা অনার্স সহ আর্টস্ গ্র্যাজুয়েট শিক্ষক ও একজন বি-এস-সি শিক্ষক (ডেপুটেশন ভ্যাকান্সিতে) প্রয়োজন। ৪ঠা মার্চ্চ '৬৯ পর্য্যন্ত আবেদন-পত্র গৃহীত হইবে।

সম্পাদক, বন্যেশ্বর বিষ্ণুচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়
(বুনিয়াদী বিভাগ সহ)
পোঃ দক্ষিণগ্রাম-সাবিত্রী, (মুর্শিদাবাদ)

গৃহ নির্ম্মাণোপযোগী জমি বিক্রী

রঘুনাথগঞ্জ পুরাতন হাসপাতালের পেছনের বাগানে বসতবাড়ী নির্ম্মাণের জন্য বিভিন্ন প্লটে জমি বিক্রী হইবে। সত্বর অনুসন্ধান করুন। ডঃ সতীপতি চাটার্জি; ৩১৬ লেক টাউন, কলিকাতা—৫৫

পুলিশের ঠেলায় বোম্বাই যাওয়া হল না

৩৪৫০ টাকা সঙ্গে নিয়ে সোমবার সন্ধ্যায় ছেলেটি বোম্বাই যাবার বিমানের খোঁজ করছিলেন। তাঁকে দেখে দমদম বিমান বন্দরের তিন নম্বর গেটে প্রহরারত এন, ভি, এফের সন্দেহ হয়। তিনি পুলিশ ডাকেন। জেরার উত্তরে পুলিশ জানতে পারে ছেলেটির বাড়ী বীরভূমের নলহাটি। তবে অত টাকা কি করে তার কাছে এলো সে সম্পর্কে কোন সন্তোষজনক জবাব পুলিশ পায়নি বলে জানায়। ছেলেটি এখন পুলিশ হেপাজতে।

—আনন্দবাজার পত্রিকা

পারিতোষিক বিতরণ উৎসব

বিগত ১৪ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার বৈকালে স্থানীয় রবীন্দ্র মেমোরিয়াল এসোসিয়েশন ভবনে (রবীন্দ্র ভবনে) রঘুনাথগঞ্জ উচ্চতর মাধ্যমিক বহুমুখী বালিকা বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। জঙ্গিপুরের মহকুমা-শাসক শ্রীঅসিতরঞ্জন দাশগুপ্ত মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। এই উৎসবে বহু নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক, ভদ্র-মহিলা ও বালকবালিকা যোগদান করিয়া সভার সৌষ্ঠব বর্দ্ধন করেন।

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

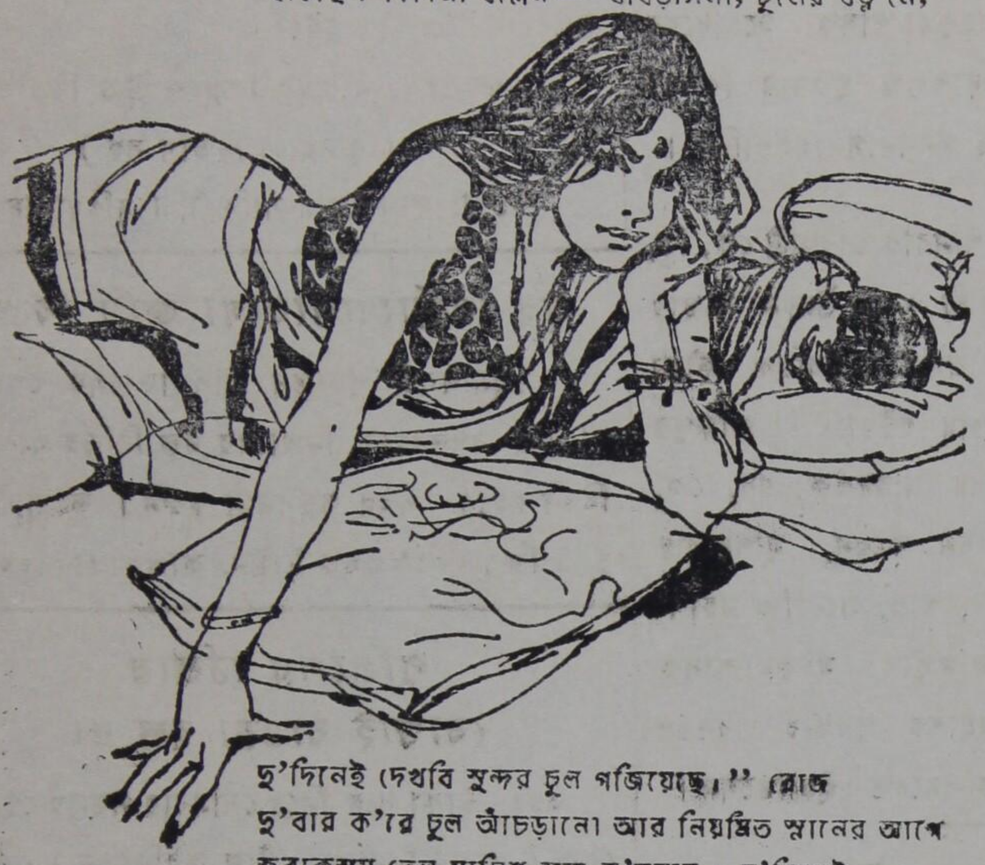

জবাকুসুম
কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-64.B

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-১
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলি:

সেলস অফিস ও শোরুম
৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-[illegible]

দাঁত তোলানোর ও বাঁধানোর
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ডেণ্টাল ক্লিনিক

ডাক্তার শ্রীদীনেশকুমার প্রামাণিক, ডেণ্টাল সার্জ্জেন
পোঃ জিয়াগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবনের

পামারি

চুলকুনি ও সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ

কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায়, বি-এ, কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর
রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

শীতে ব্যবহারোপযোগী

মৃতসঞ্জীবনী সুধা, মহাদ্রাক্ষারিষ্ট চ্যবনপ্রাশ

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেন্ট—শ্রীননীগোপাল সেন, কবিরাজ
অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য সডাক ৪'০০ চারি টাকা, শহরে ৩'০০ তিন টাকা, প্রতি সংখ্যা দশ পয়সা।

বিজ্ঞাপনের হার:—প্রতিবার প্রতি লাইন ৭৫ পয়সা। প্রতিবার প্রতি সেন্টিমিটার ১'২৫ এক টাকা পচিশ পয়সা, পূর্ণ পৃষ্ঠা ৬০'০০ ষাট টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৩২'০০ বত্রিশ টাকা, সিকি পৃষ্ঠা ১৮'০০ আঠার টাকা। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।